দর্শনায় মৌচাকের আয়োজনে প্রতিবন্ধীদের মাঝে বিনা মূল্যে ছাগল বিতরণ

দর্শনায় টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিনা মূল্যে প্রতিবন্ধীদের মাঝে ছাগল বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল ১০টায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অথার্য়নে এবং দর্শনা মৌচাক সমাজ উনয়ন সংস্থার উদ্যোগে ১৬জন প্রতিবন্ধীকে ২টি করে ছাগল প্রদান করা হয়। দর্শনা মৌচাক ব্রাঞ্চ ম্যানাজার বুবুল ইসলামের সভাপতিত্বে ছাগল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপ¯◌্থি ছিলেন, হাউলী ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড মেম্বর রিকাত আলী।
বিশষ অতিথি হিসাবে উপস্তিত ছিলেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আওয়াল হোসেন। ইতোপূর্বে সংস্থাটি প্রতিবন্ধীদের মাঝে সেলাই মেশিন, ছিট কাপড় ও ঈদ উপহার প্রদান করেছে বলে ব্রাঞ্চ ম্যানাজার বুবুল ইসলাম জানান।
অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মৌচাক সংস্থার হিসাব ও প্রসাশনিক কর্মকর্তা মকবুল হোসেন।

মেহেরপুর আমঝুপিতে নারী দলের অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বল্প পরিসরে নারী দলের সদস্যদের নিয়ে করোনা কালীন বসতবাড়ির পতিত জমিতে সবজী ও ফলমূলের চাষসহ যৌথ উদ্যোগ নিতে আলোচনা সভা করেছে মউক।
গতকাল রবিবার সকালে মউকের হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রোগ্রাম অফিসার মুরাদ হোসেনের সভাপতিত্বে এতে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মউক এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম। তিনি বলেন, সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাস আমাদের

সকল ক্ষেত্রে ঝুঁকি বাড়িয়েছে তথাপিও আমাদের জীবনযাত্রা থেমে থাকলে হবেনা, সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে, নিজের বসবাসের পতিত জায়গায় শাকসবজী চাষ বাড়াতে হবে, মউক এর পক্ষ থেকে বীজ ও সার প্রদান করা হয়।
উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে থেকে বক্তব্য ও পরামর্শ তুলে ধরেন সুমতি রানী, সুর্মিলা রানী, সাহেদা খাতুন ও শুলেখা খাতুন প্রমুখ। তাদের দলের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মোঃ শাহিনুর হোসেন বিপ্লব।

গাংনীতে অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকায় দু’জনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে জনতা

মেহেরপুরের গাংনীতে অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকার অপরাধে দুজনকে পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয় জনতা। পুলিশ তাদেরকে অভিযুক্ত করে আদালতে প্রেরণ করেছে।

পুলিশ জানায় গাংনী উপজেলার করমদি বহাল পাড়া গ্রামের মিশকাত আলীর ছেলে কারিবুল ইসলাম (৩০) দীর্ঘদিন যাবৎ পীরতলা গ্রামের স্বামী পরিত্যাক্তা এক মহিলার কাছে যাওয়া আসা করত। তাদের দু’জনার অবাধ মেলামেশা স্থানীয়দের চোখে সন্দেহ হলে তাদের দুজনকে এই অবাধ মেলামেশা করতে নিষেধ করে।

স্থানীয়দের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা রবিবার সকালে কারিবুল পীরতলা গ্রামে ওই মহিলার বাড়িতে প্রবেশ করে। এ সময় অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায় গ্রামবাসীরা কারিবুল ও ওই মহিলাকে স্থানীয় পীরতলা পুলিশ ক্যাম্পে সোপর্দ করে।

পীরতলা পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ তাদের দুজনকে গাংনী থানাতে নিয়ে আসলে গাংনী থানায় তাদের দুজনের নামে মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণ করেছে।

গাংনী থানার ওসি ওবায়দুর রহমান জানান যেহেতু তারা সামাজিক বিধি লংঘন করেছে এবং এলাকার মানুষ পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছে সেহেতু তাদেরকে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অপরাধে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

অনার্স-মাস্টার্স কোর্সে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিও’র দাবিতে কুষ্টিয়ায় সংবাদ সম্মেলন

বেসরকারি কলেজে অনার্স-মাস্টার্স কোর্সে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির দাবিতে কুষ্টিয়ায় সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে।
রবিবার সকালে বেসরকারি কলেজ শিক্ষক ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের হলরুমে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শিক্ষক ফোরামের কেন্দ্রীয় আহবায়ক নেকবর হোসাইন।

লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত বেসরকারি কলেজে অনার্স-মাস্টার্স কোর্সে বিধিমোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত না করে বঞ্চিত করা হচ্ছে। জনবল কাঠামো এমপিও নীতিমালার আওতায় অন্তর্ভুক্ত না করে অনার্স-মাস্টার্স কোর্সে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।

ফলে সকল নিয়ম ও বিধি অনুসরণ করে শিক্ষকরা নিয়োগ লাভ করলেও সরকারি বেতন-ভাতা না পেয়ে কুষ্টিয়াসহ দেশের অন্যান্য কলেজে অনার্স-মাস্টার্স কোর্সে কর্মরত প্রায় সাড়ে ৫ হাজার শিক্ষক দীর্ঘকাল মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। মানবিক বিবেচনায় এবারের বাজেটে নিয়োগপ্রাপ্ত ওই শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির ঘোষণাসহ প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দাবি করে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।

অন্যথায় কলেজেগুলোতে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স অধিভুক্তি ও শিক্ষক নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় সংবাদ সম্মেলনে। এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আরিফুর রহমান, আবু কায়েস, আজম আলী, আব্দুর রহমান, তরিকুল ইসলাম, জসিম উদ্দীন, খাইরুল ইসলাম প্রমুখ।

কুষ্টিয়ায় দুই ব্যাংক লকডাউন, মোট আক্রান্ত ২২৪

কুষ্টিয়ায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা কোভিড-১৯ শনাক্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোডে অবস্থিত পূবালী ব্যাংক কুষ্টিয়া শাখা এবং ইসলামী ব্যাংক কুষ্টিয়ার পোড়াদহ শাখা লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে।

চার কর্মকর্তা ও এক পিওন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় এসব ব্যাংক লকডাউন করা করা হয়।

এর মধ্যে রোববার ইসলামী ব্যাংকের কুষ্টিয়ার পোড়াদহ শাখা এবং গত শুক্রবার থেকে পূবালী ব্যাংক কুষ্টিয়া শাখা লক ডাউন করা হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

কুষ্টিয়া পূবালী ব্যাংকের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার ও শাখা ব্যবস্থাপক মো: শাহ আলম জানান, অত্র শাখার একজন জুনিয়র অফিসার পুরুষ এবং একজন মহিলা ক্যাশ অফিসার গত বুধবার করোনায় আক্রান্ত হন। এছাড়াও ব্যাংকের একজন ডেপুটি জুনিয়র অফিসারের শরীরে উপসর্গ দেখা দেয়ায় তিনি বর্তমানে রাজবাড়ী জেলার পাংশাতে তার গ্রামের বাড়িতে হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। এ অবস্থায় শুক্রবার থেকে কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোডে অবস্থিত পূবালী ব্যাংক কুষ্টিয়া শাখা লক ডাউন করা হয়েছে।

তিনি জানান, আগামী শনিবার পর্যন্ত যদি ব্যাংকের অন্য কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে করোনা উপসর্গ না দেখা যায় তাহলে রোববার থেকে লক ডাউন তুলে নেয়া হবে। এদিকে শনিবার রাতে ইসলামী

ব্যাংকের কুষ্টিয়ার পোড়াদহ শাখার একজন সিনিয়র অফিসার, একজন অফিসার এবং কর্মরত পিওনের করোনা সনাক্ত হয়। এ কারণে রোববার থেকে ইসলামী ব্যাংকের কুষ্টিয়ার পোড়াদহ শাখা লক ডাউন ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিকে কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আরও ২ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, রবিবার (১৪ জুন) কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ পিসিআর ল্যাব থেকে কুষ্টিয়ার ১৮৮ টি নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া গেছে যার মধ্যে ২টি কোভিড পজিটিভ। আক্রান্ত ২ জন কুমারখালী উপজেলার সদকী ও শেরকান্দি এলাকার বাসিন্দা। এই নিয়ে কুষ্টিয়ায় মোট ২২৪ জন করোনা রোগী শনাক্ত হল। যার মধ্যে ১৭১ জন পুরুষ ও ৫৩ জন নারী।

তাল বিক্রি করে সংসার চলে নবী মিয়ার, নেই কোন ঘর তার

তাল বিক্রি করে সংসার চলে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার নবী মিয়ার। জিকে সেচ প্রকল্পের সরকারি জমিতে কোন রকমে মাথা গোজার ঠাই রয়েছে নবী মিয়ার। বৃদ্ধ বাবা, ছেলে-মেয়ে নিয়ে আট সদস্যের পরিবার। ভ্যান চালিয়ে এই সংসারটাকে চালাচ্ছিলেন। আর এখন তালসাস বিক্রি করে চলছে তার। এলো করোনা। আয় রোজগার বন্ধ। দুবেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে পারছিলেন না তিনি। এরমধ্যে ঝূর্ণিঝড় আম্ফানে উড়িয়ে নিয়ে গেলো থাকার ছোট ছোট তিনটি ঘর। এখন মাথা গোজার ঠাঁইটুকু নেই।

অসহায় হয়ে পড়েছে পুরো পরিবারটি। টাকার অভাবে ঘরগুলোও ঠিক করতে পারছেন না। এখন তাল বিক্রি করছেন রাস্তার মোড়ে মোড়ে। এ থেকে যা আয় হয় তা দিয়ে কোনো রকমে চলছে।

নবী মিয়া বলেন, ‘ঝঁড়ে বাড়ি ঘর সব ভেঙে গেছে। তিনটা ছোট ছোট মাটির ঘর ছিল। তিনটাই ভেঙে গেছে। ঝড়ের দিন তো ঘর ছেড়ে পৌরসভার ভবনে আশ্রয় নিয়ে বেঁচেছি সবাই। এখন থাকবো কোথায় ঠিক নেই। রোজ

বৃষ্টি হচ্ছে। পরিবারের লোকজন নিয়ে মহাবিপদে আছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘একেতে থাকার যায়গা নেই, তার ওপরে এই করোনার কারণে ভ্যান চালাতে পারছি না। এখন কী দিয়ে যে কী করব বুঝতে পারছি না।’

নবী মিয়া বলেন, ‘সরকারি লোকজন বাড়িতে গিয়ে সব দেখে গেলো। ঘর ঠিক করে দেওয়ার কথা বললেও এখন আর কোনো খোঁজ নেই।’

মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিংকন বিশ্বাস বলেন, ‘আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্থ ওই ভ্যান চালক নবী মিয়ার বাড়িতে আমরা গিয়ে দেখে এসেছি। ঘর ভেঙে যাওয়ায় তিনি বিপদে পড়েছেন। সরকারিভাবে তাকে সহযোগিতার করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

ভয় ও আশা-ড. মুহাম্মদ বেলায়েত হুসাইন

পবিত্র কুরআনে কারীমায় মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “আমার বান্দাদের বলে দাও, আমি তোপরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর আমার শাস্তি- সেটাও অতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি!’(সুরা হিজর; ৪৯-৫০)

পবিত্র কুরআনে কারীমায় অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, হা-মিম। এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তাওবা কবুল করেন। যিনি শাস্তিদানে কঠোর, শক্তিশালী। (সুরা মুমিন, ১-৩)

অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ তায়ালা যেমন ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, তেমনি তিনি কঠিন শাস্তিদাতাও। একজন মুমিনের দ্বীলের ভিতরে দুইটি প্রকষ্ট থাকবে যার একটিতে থাকবে মহান আল্লাহর ভয় অন্যটিতে থাকবে তাঁর রহমতের আশা। এ জন্য ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা ও বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করতে হবে আশা ও ভয়ের সমন্বয়ে।

হজরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক যুবকের কাছে গেলেন, যখন সে মৃত্যুর সঙ্গে

সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজেকে কি অবস্থায় মনে করছ? সে উত্তর দিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহর রহমতের আশা করছি, আবার নিজের গুনাহের জন্য ভয়ও পাচ্ছি। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এমন মুহূর্তে যার অন্তরে এ দুটি জিনিস একত্রিত হয় তাকে আল্লাহ্ আশার বস্তুটি দান করে থাকেন আর যে জিনিসটি থেকে সে ভয় পায় সে জিনিস থেকে আল্লাহ তাকে নিরাপদ করে দেন। (তিরমিযী)

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, ‘কাল কিয়ামতের ময়দানে যদি অদৃশ্য জগৎ থেকে আওয়াজ দেয়া হয়: একজন মানুষ ব্যতীত অপর কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না, তখন আমি ধারণা করি এবং প্রবল আশা রাখি যে, সে ব্যক্তি আমিই হবে। আর যদি অদৃশ্য জগতের বাণী এই হয় যে, কেবল একটি মাত্র লোক দোজখে যাবে, তবে আশঙ্কা করছি যে, না জানি সেই লোক আমিই হই’ (কিমিয়ায়ে সা’আদত)

প্রকৃতপক্ষে মানুষের মনে আল্লাহ ভীতি এবং রহমতের আশা সমানভাবে থাকতে হবে। আল্লাহর ভয় মানুষের অন্তরের চালনাকারী, যা তাকে সকল ভালো কাজের দিকে ধাবিত করে। সকল অকল্যাণ ও বদ-আমল থেকে বিরত রাখে। আর আশা হচ্ছে সম্মুখবর্তী পরিচালক যা বান্দাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি পর্যন্ত নিয়ে যায়। বড় বড় নেক-আমল করার হিম্মত ও সাহস বাড়িয়ে দেয়। বদ-আমল থেকে সরিয়ে আনে। আর এটাই হলো গোলামী ও দাসত্বের সারমর্ম।

বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে পুরা বিশ্ব যখন দিগি¦দিক হারিয়ে হতবিহব্বল তখন একজন মুমিনের কাজ হচ্ছে, সে হতবিহব্বল হবে না, দিগি¦দিক হারিয়ে পেরেশান হবে না। সে তার মালিক কতৃক প্রেরিত আজাবকে ভয় করবে আবার তাঁর রহমতের আশাও করতে থাকবে। মনে রাখতে হবে, মহান আল্লাহ্ তায়ালা পৃথিবীতে পূর্বেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতীর উপর বিভিন্ন রোগ যেমন, প্লেগ, যক্ষ্মা, কলেরা, ম্যালেরিয়া, বসন্ত প্রভৃতির মাধ্যমে মহামারী প্রেরণ করেছিলেন। আবার নির্দিষ্ট সময় পর তা তুলে নিয়েছেন। যা যুগযুগ ধরে স্থায়ী হয় নি। ঠিক তেমনি বর্তমান বিশ্বে করোনাভাইরাসের যে প্রাদুর্ভাব ঘটেছে তাও মহান আল্লাহ্ তায়ালা নির্দিষ্ট সময় পর তুলে নেবেন। ইনশাআল্লাহ। আমাদের জন্য করনীয় হল সেই মহান মালিক কতৃক প্রেরিত আজাবকে ভয় করে সমস্ত প্রকার গুনাহে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা ইস্তেগফার করা ও নেক আমালের দিকে ফিরে আসা, আর সাথে সাথে তাঁর রহমতেরও আশা করা।

আসুন আমরা সেই মহান মালিকের নিকটে দু’আ করি, হে মালিক! আমরা আমাদের সমস্ত প্রকার গুনাহে অনুতপ্ত হয়ে অপনার দরবারে তাওবা করছি আপনি আমাদের তাওবা কবুল করুন। আপনি আমাদেরকে নিরাশ ও হতাশ করবেন না। আমাদের মন্দের কারণে আমাদেরকে আপনার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করবেন না। আমাদের অপরাধের কারণে আমাদেরকে আপনার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করবেন না। (আমিন)
আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

লেখক:
বায়োকেমিস্ট. মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রনালয়, খুলনা।

সেলাই মেশিনে স্বাবলম্বী সেলিনা

সেলাই মেশিনে দারিদ্র্যতাকে জয় করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন গাংনীর হিজলবাড়িয়া গ্রামের সেলিনা খাতুন। একইসঙ্গে ভূমিকা রাখছেন সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের এগিয়ে নিয়ে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে। নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি অসহায় নারীদের দিচ্ছেন বিনা মূল্যে সেলাই প্রশিক্ষণ। সেলিনার এই ইতিবাচক রুপান্তরে প্রধান ভূমিকা রেখেছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর দক্ষতাবৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ, যে প্রশিক্ষণ থেকে তিনি পেয়েছেন আত্মকর্মসংস্থানে যুক্ত হবার সুযোগ।

কাজ না পাওয়া প্রবাসী স্বামী ও এক কন্যা সন্তানকে নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করলেও বর্তমানে এলাকাবাসীর কাছে এক মহীয়সী নারীর নাম সেলিনা। দারিদ্র্যকে জয় করে ইতিমধ্যে সমাজের নারী জাগরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেলিনা খাতুন।
সেলিনা খাতুন মেহেরপুরের গাংনী উপজেধীন কাথুলী ইউনিয়নের রাধাগোবিন্দপুর গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের তাহাজ উদ্দিন ও রেহেনা খাতুনের ৫ সন্তানের ২ ভাই ও ৩ বোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ কন্যা।

বাবা কৃষি কাজ আর মা গৃহিনীর কাজ করতেন। লেখাপড়া শুরু হয় গ্রামের

তাও জানতাম না। এসব কিছু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা লাভ করেছি এই জিজিএসের সাথে যুক্ত হয়ে।তাছাড়া স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও মত প্রকাশের অধিকার সম্পর্কে আরো বেশি সচেতন হই। পরিবারকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে, আমিও পরিবারের অর্থ যোগানের এক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারি। সমাজের মানুষের জন্য কাজ করতে পারি। এখন আর কেউ বাঁধা দেয় না, সবাই উৎসাহ দেয়। মেয়েকে গাংনী সন্ধানী স্কুল এ্যান্ড কলেজে ভর্তি করেছি। মেয়ে সাদিয়া এখন ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থী। আমার বিয়ে হয়েছিল ১৩ বছর বয়সে। আমি বুঝেছি বাল্যবিয়ে হলে একজন নারীর কত ক্ষতি হয়।

আর তাই আমার মেয়ে সাদিয়াকে সর্বোচ্চ লেখাপড়া এবং নিজ পায়ে না দাড়ানো পর্যন্ত বিয়ে দেবনা এটা আমার প্রতিজ্ঞা। শুধু তাই নয়, আমি সমাজকে বুঝিয়ে দিতে চায় নারীরাও পারে সংসারের হাল, সমাজের হাল, রাষ্ট্রের হাল ধরতে।তিনি বলেন, “শোন হে নারী তুমি দিতে পারো পুরুষের ন্যায় সবপথে পাড়ি, তোমাকে সৃষ্টা করেনি সৃষ্টি হতে পুরুষের দাসী।”

কোটচাঁদপুরে একই পরিবারে ৫জন করোনা পজিটিভ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে একই পরিবারে ৫ জন করোনা পজিটিভ হয়েছেন। গতকাল রবিবার সকালে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগমের বরাদ দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ।

তিনি জানান, উপজেলার কুশনা ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামের একই পরিবারের ১জন পুরুষ ও ৪ জন মেয়েসহ ৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর আগে তাদের নমুনা সংগ্রহ করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনোম সেন্টারে পাঠানো হয়েছিল।

গতকাল রবিবার সকালে ওই ৫জনের শরীরে করোনা পজেটিভের রিপোর্ট পায়।

ডা. রশিদ জানান, গত ৩১মে ওই পরিবারের একজন সদস্য করোনায় আক্রন্ত হন। যিনি সম্প্রতি ঢাকা থেকে এসেছিলেন।

বর্তমানে আক্রান্ত রোগীরা হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন আছেন। স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় করোনা আক্রান্ত ওই বাড়ি লক-ডাউন করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ ভূয়া ডেন্টাল ডাক্তারসহ ছেলে আটক, দোকান সিলগালা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ডাকবাংলা বাজারে রবিবার দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর অভিযানে দুই ভুয়া ডেন্টাল ডাক্তারকে আটকের পর দোকান সিলগালা করে দেয়া হয়।

জানা গেছে, সম্প্রতি ভয়াবহ করোনা ভাইরাসে মানুষ যখন এক গন্ডির মধ্যে ঠিক তখনই ডাকবাংলা মিনি শহর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বাবা-ছেলে ভুয়া ডেন্টাল ডাক্তার লোকজনকে ডাক্তার পরিচয় দিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে।

ডাবলু বলেন, আমি ৮ম শ্রেণী পাস, আমার অনেক দিনের অভিজ্ঞতা, আমার আরও একটা চেম্বার আছে হরিনাকুন্ডতে।

এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঝিনাইদহ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ হেদায়েতুল্লাহ ডাকবাংলা মিনি শহর এর “ফাতেমা ডেন্টাল কেয়ার” এর মালিক ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাধুহাটি ইউনিয়নের রাঙ্গের পোতা গ্রামের মাহতাব উদ্দিন এর ছেলে ভূয়া ডেন্টাল ডাক্তার ডাবলু রহমানকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ মেডিকেল এর ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ২০১০ এর ২২ ধারায় ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ডাবলুর ছেলে রাব্বুল ছাত্র হওয়ায় ১৮৬০ এর ১৮৭ ধারায় ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিতসহ “ফাতেমা ডেন্টাল কেয়ার” মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে সিল গালা করে

দেন। ডাকবাংলা ক্যাম্প ইনচার্জ মোকলেছুর রহমানের সহযোগিতায় এই সিলগালা করেন।

এবিষয়ে ঝিনাইদহের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হেদায়েতুল্লাহ সাংবাদিকদের জানান, ফাতেমা ডেন্টাল কেয়ার এর মালিক ডাবলু তিনি ডাক্তার হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন যেটা বাংলাদেশ মেডিকেল ডেন্টাল কাউন্সিলে দন্ডনীয় অপরাধ এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের সাথে খারাপ আচরণ ও আক্রমনাত্তক আচরণ করাই ডাবলু রহমানকে মেডিকেল এর ডেন্টাল কাউন্সিল আইনে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারান্ড ও ডাবলুর ছেলে রাব্বুল ছাত্র হওয়ায় ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দন্ডিতসহ “ফাতেমা ডেন্টাল কেয়ার” মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে সিল গালা করা হয়।